রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' এর তেইশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি দর্শকশ্রোতা, কলাকুশলী, শুভানুধ্যায়ীসহ চ্যানেল আই পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণমাধ্যম জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। গণমাধ্যম সময়ের কথা বলে, অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে পথ দেখায়। গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। গণমাধ্যম সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখে। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে দেশের গণমাধ্যমসমূহ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি গণমাধ্যমসমূহ দেশ ও জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

প্রতিষ্ঠার পর হতে চ্যানেল আই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে আসছে। দেশের কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই' এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এছাড়া পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নেও চ্যানেলটি কাজ করে যাচ্ছে। আমি করোনা মহামারি মোকাবিলায় নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি দেশে-বিদেশে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে চ্যানেল আই অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাবে– এ প্রত্যাশা করছি।

আমি 'চ্যানেল আই' এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই-এর ২৩ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে চ্যানেলটির পরিচালনা পর্ষদ, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই দেশে গণমাধ্যমের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দিই।

আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারিখাতে ৪৪টি টেলিভিশন, ২৮টি এমএফ রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা সাংবাদিকদের কল্যাণে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪' প্রণয়ন করেছি। আমাদের এ সকল পদক্ষেপের ফলে দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

২০১৮ সালের ১১ই মে বাঙালি জাতির জন্য একটি স্মরণীয় দিন, এদিনে আমরা মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করেছি, যার ফলে দেশে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সব চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে পরিচালনা করছে। আমরা মহাকাশে দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। প্রশিক্ষিত মিডিয়াকর্মী সৃষ্টি এবং এক্ষেত্রে গবেষণার জন্য আমরা 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিল (সংশোধন), ২০১৯' সংসদে পাশ করেছি।

তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে টেলিভিশনকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখলে চলবে না। করোনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ও সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের মানুষের উন্নত মনন গঠনে এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসসহ নানা অপতৎপরতা দমনে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে হবে। আমরা বাংলাদেশকে-২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব–ইনশাআল্লাহ।

২০২০ সাল ছিল আমাদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপন করেছি। এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি। তবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে আমরা পরিকল্পনামাফিক অনুষ্ঠানসমূহ উদযাপন করতে পারিনি। জনগণের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমরা জনসমাগম হয় এমন অনুষ্ঠান স্থগিত করেছি। টেলিভিশন, বেতার এবং ডিজিটাল মাধ্যমে কিছু কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই তার পথচলার ২২ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ২৩ বছরে পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাঙ্ক্ষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত দেশে গণমাধ্যম আজ উন্নয়নের সহযাত্রী। দেশমাতৃকার জন্য গণমাধ্যমের এ ভূমিকা থাকুক অব্যাহত।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পৌঁছে দেয়া ও সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশ ও মানুষের মনন গঠন, বিজাতীয় সংস্কৃতির থাবা থেকে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং জনগণকে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করা গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতর থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই এর উৎকর্ষের স্বাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক। কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এমপি

৫০ এ বাংলাদেশ ২৩ এ চ্যানেল আই

ফরিদুর রেজা সাগর

২৩ বছরে পা দিলো চ্যানেল আই। ২৩ বছর ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড হিসাব করলে অনেক সময়। টেলিভিশনের পর্দা আমরা পরিচালনা করি সেকেন্ড হিসাব করে। প্রতিটা সেকেন্ড যেন দর্শকের মন জয় করতে পারে সেই চ্যালেঞ্জ থাকে একজন টেলিভিশনকর্মীর। গত দেড় বছর সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশও মহামারী আক্রান্ত। বিশ্বজুড়ে বিধ্বস্ত শিক্ষা-রাজনীতি, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য। পাল্টে গেছে জীবনের সংজ্ঞা। আনন্দের সংজ্ঞা। থেমে গেছে অনেক কিছু। কিন্তু রূপ পাল্টায়নি। বরং দায়িত্ব বেড়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রেও। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। সঠিক সময়ে সঠিক খবর আর বিনোদন নিয়ে টেলিভিশনের কর্মীবাহিনী এই মহামারীর সময়েও নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়েছেন দর্শকদের সামনে। চ্যানেল আইয়ের একজন কর্মীও কাচের পর্দার জগত থেকে এই সময় সরে দাঁড়াননি। বরং আরও তীব্র দায়িত্ববোধ নিয়ে একেকটা দিন পার করছেন।

২৩ এ চ্যানেল আইয়ের জন্য আর ৫০ এ বাংলাদেশ, এটাকে শুধুমাত্র স্লোগানে পরিণত না করে সৃজনশীল এই পৃথিবী পুনর্গঠনের জন্য এমন কাজ করতে হবে যেন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। সারা পৃথিবীর ত্রিশ কোটি বাঙালিকে সৃজনশীল কাজ করে যেতে হবে সেই আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবে চ্যানেল আই।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আমার চ্যানেল

মুহম্মদ নূরুল হুদা

যেন চোখা এক 'চ্যানেল আই'। হাইফেন দিয়ে দুটি চেনা ইংরেজি শব্দকে গেঁথে একটি যোটক শব্দে রূপ দেয়া যাক। তাহলে অর্থ দাঁড়াল কী? আমিই চ্যানেল? নাকি আমার চ্যানেল? যে যেমনটি বুঝবে বুঝুক, আমি বুঝি 'আমিই-চ্যানেল'। আর এই 'আমার' হৃদয়েই আছে বাংলাদেশ। চ্যানেল– আই দেখি, দেখতে দেখতে শিখি।

শিখি আমার কৃষি, আমার নিশি, আমার প্রেম, আমার সাহিত্য, আমার নদী, আমার সংস্কৃতি, আমার ব্যক্তিক, সমষ্টিক, বৈশ্বিক সব সুকৃতির অভিব্যক্তি। আর এসবকিছুরই উৎস আমার দেশ, বাংলাদেশ। এই তো আমার হৃদয়ে স্ববিশ্ব ও স্বদেশ। এই তো আমার সরব গৌরব। এই তো আমার ধ্যানজ্ঞানের অপার আনন্দ। আর কী কী করে 'আমার চ্যানেল'? উত্তরে বলতে হয়, কী করে না? কিংবা কী করবে না ভবিষ্যতে? আমার কেন যে কী মনে হয়, চ্যানেল আই মানে এক সর্বগ্রাসী কুড়ানিয়া। পাতাকুড়ানিয়া, শস্যকুড়ানিয়া, জীবনকুড়ানিয়া, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সব ভালোমন্দ প্রবাহ কুড়ানিয়া। যা পায় তা-ই কুড়ায়; কখনো হাতে ধরা ক্যামেরার চোখে, কখনো অন্তর্লীন আমার চোখে। যা কিছু ধরে রাখে তাকে অমরত্ব দিতে চেষ্টা করে। যেমন করেছিল ১৯৯৯ সালে, যাত্রার শুরুতে।

তখন নজরুল জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে দেশে ও বিশ্বে। আমার সৌভাগ্য, আমি তখন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক। দুবছরব্যাপী নজরুল জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সদস্যসচিব। এই দুবছরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই ছিল কোনো না কোনো অনুষ্ঠান। নজরুল ইনস্টিটিউটের সদ্যনির্মিত অডিটোরিয়াম থেকে শুরু করে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমি, প্রতিটি জেলা সদর থেকে শুরু করে কলকাতা শান্তিনিকেতন- দিল্লী-লন্ডন হয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে অনুষ্ঠানমালা। সেই ঘোরলাগা মুহূর্তেই ফরিদুর রেজা সাগর ও শাইখ সিরাজ দুজনে মিলে প্রস্তাব করলেন, তারা আমাদের সব অনুষ্ঠান ধরে রাখতে চান। তার জন্য অনুমতি প্রয়োজন। না, কোনো অর্থ লাগবে না; রেকর্ড করা ও প্রচারের দায়িত্ব তাঁদের। আমরা সানন্দে রাজি হলাম। চ্যানেল আই তার ক্যামেরার চোখ দিয়ে সাধ্যমতো মূর্ত আঁধারে বিমূর্ত আকারে ধারণ করল জাতীয় কবির জীবন ও কর্মের নানা ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি। তাঁর কবিতা-গান-নৃত্য, তাঁর তাবৎ সৃষ্টিকলা। আসলে 'চ্যানেল আই' এসেছিল এই সর্বভুক ব্রত নিয়েই। এই ব্রত বাংলার নন্দন-সংস্কৃতির ব্রত। মানুষের শুদ্ধাচারের ব্রত। বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করার ব্রত। এ ব্রত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর। এ ব্রত আজ তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। এ ব্রত আজ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবাহিত সব বাঙালির। এ ব্রত আপনার আমার সব গণমানুষের।

বাংলা ভাষাকে, তার সৃষ্টিশীলতাকে বিশ্বের সর্বপ্রান্তে প্রসারিত করা চাই। যতদূর বাংলা ভাষা ততদূর প্রসারিত হোক বাংলা ও বাঙালির অন্তরের ঐশ্বর্য।

কথক যার পরিচয়, তার পরিচয় মূলত কথায়, অথবা গানে, অথবা সংগীতে। তার অবলম্বন উক্তি, শ্রুতি ও দ্যুতির ছন্দ। সেই ছন্দ ভর করে শরীরে ও মনে। ফলে নৃত্যময় হয়ে ওঠে তার অস্তিত্ব। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 'চ্যানেল-আই' গান গায়। সেই গানে গানে সকালের শুরু, তারপর দিনের বিস্তার। সংগীত শুধু ব্যক্তিমনকেই শুদ্ধ করে না, গণমনকে আনন্দধারায় বিশোধিত করে। নবীন প্রবীণ সব শিল্পীর অংশগ্রহণে বাংলার লোকগীতি থেকে উচ্চাঙ্গ সব সংগীত-ঘরানা মানবমনের উৎকর্ষ বাড়ায়। সঙ্গে থাকে বাঁশি, বেহালা, আরো কত যন্ত্রধ্বনি। সব যন্তর এসে অন্তর বাজায়। অন্তরে অন্তরে গান আর গান। মাঠের গান, হাটের গান, নৃত্যের গান, চিত্তের গান– বাদ যায় না কোনো গান।

গানের পরে আসে সংবাদ। সকালের সংবাদ। রাজধানীর সব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের প্রধান প্রধান সংবাদ। তাই নিয়ে জনমনে সচেতনতার বিস্তার। গানে-সংবাদে-সুখেদুঃখে বেঁচে থাকে মানুষ। রেওয়াজটা চালু হয়ে যায় সবমহলে। সবাই বানায় আধুনিকতম বায়োস্কোপ। তবে পথিকৃৎ হয়ে থাকে 'চ্যানেল আই'। তার বিপরীতে আছে নিশিতর্ক। রাজনীতি থেকে প্রজানীতি, দাম্পত্য থেকে লাম্পট্য, পাত্রাধার থেকে তৈলাধার– বাদ যায় না কোনো কিছু। টকঝাল ইষ্টিমিষ্টি সর্ব রসের টক-শো। গালগল্প থেকে গালাগাল, গালাগাল থেকে গলাগলি। কথায় কথায় কথা-কুস্তি। শো শেষে হাসতে হাসতে দুস্তি। এইতো গণতন্ত্রের কথ্যমন্ত্র। উসকে দেয় উপস্থাপক, লড়াই করে দুই বাক্যবাগীশ। সত্য ও মিথ্যা বারবার ঘরবদল করে। মিটিমিটি হাসে বহমান সময়। জয়, তর্কাতর্কের জয়।

কথায় কথায় যুক্ত নতুন কথা। নতুন শব্দ। নতুন বাকভঙ্গি। সমতা থেকে মমতা। দেশি শব্দের সঙ্গে ভিনদেশির মিতালি। একদেশের বুলির সঙ্গে অন্যদেশের গালি। মান যায় মান-ভাষার। প্রমিত ভাষায় যুক্ত হয় অশুদ্ধ প্রচলন; কত শব্দ সর্বনাশা।

তখন ঠেকানো চাই বিকৃতি। ইতিহাস বিকৃত হলে চাই ইতিহাসবিদ, ভাষা বিকৃত হলে ভাষাবিদ। আর বানান বিপর্যয় নিয়ে 'চ্যানেল আই' চালু করে 'বাংলাবিদ'। শব্দটি নতুন, কিন্তু ভুল শব্দ নয়। এই কাজ স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি বা কোনো একাডেমির। তবে 'চ্যানেল আই' মনে করে এ কাজ তো তারও। কেননা বিশেষ অঞ্চল থেকে সর্বাঞ্চলের ভাষা মুখে নিয়ে ভাষাসঙ্গম চলে এইসব আকাশ-চ্যানেলেই। তা থেকে জন্ম নেয় যে নতুন ভাষাশিশু, সে-ই হচ্ছে নতুন মন, নতুন তনু। তাকে লালনের দায়িত্বও নেয় চ্যানেল আই। তাই বাংলাবিদের সঙ্গী তর্কবিদ, আইনবিদ, আরো আরো কত বিচিত্র বিষয়বিদ। দিন যায়, মাস যায়, যুগ যায়। আসে কত অনলাইন, সকলেই নিজের নিজের কথা বলে। হাজার বার বলে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, জনে জনে বলে। কথা যুক্তি ও অপযুক্তির হাত ধরে কেবল ফেনানিভ হয়ে যায়। সংবাদ বরবাদ হয়ে যায়। তখন প্রয়োজন 'টু দ্য পয়েন্ট'। আমার চ্যানেল তাকেও আমন্ত্রণ জানায়।

সব কিছুতে সে–ই তো প্রথম। অদম্য 'চ্যানেল আই', তার দমেরও শেষ নাই।

এভাবেই প্রতিবছর চ্যানেল আই ঘটাচ্ছে পালাবদল। চিরনতুনেরে দিচ্ছে ডাক। মন্তব্য করে নানা গুণী। 'যারা চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে আছেন তারা একেবারে ছোটবেলা থেকেই টেলিভিশনের সঙ্গে জড়িত।' আমি তো দেখি যারা এই চ্যানেলে প্রবেশ করেন, তারা সেখানেই জীবনটা সঁপে দেন। ফলে এই চ্যানেলের যাত্রা মানে একটি সামষ্টিক পরিবারের সংঘযাত্রা।

সংঘশক্তিই মূল শক্তি। এই হৃদয় জুড়ে মাটি ও মানুষ। তার সঙ্গে আছে প্রত্যহের পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবন। আছে বাঙালির খানাপিনা, আছে কেকা ফেরদৌসীর রান্নাবান্না। আছে রবীন্দ্র-নজরুল-লালন ও তাদের পরম্পরা। নববর্ষ, বাঙালি, বইমেলার সজ্ঞযাত্রা। আছে অমর একুশের মেলা থেকে সরাসরি সম্প্রচার। ক্ষুদে তারকার সঙ্গেও দর্শক-শ্রোতার দরাদরি। আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাবী নেতা। শেয়ার বাজারের নতুন ক্রেতা। আছে দর্শকপ্রিয় নানান অনুষ্ঠান। আর ভাগ্যলক্ষ্মীর সুখটান। দর্শকশ্রোতার হিরো, হিরোদের দর্শকশ্রোতা। ঘটকের নাম চ্যানেল আই।

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই। এই চ্যানেলে আমিও যখন তখন যাই।

গুডবাই, আপাতত গুডবাই।

তেইশ বছরে চ্যানেল আই

শাইখ সিরাজ

২০২১ সাল বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ একটি বছর। বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই সময়েই আমরা স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষসহ নানা উপলক্ষ এই বছরে। করোনা মহামারিসহ নানা কারণে বছরটি সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা। জীবন আবার গতিশীল হয়ে উঠেছে। জীবনের নিয়মই এমন।

গণমাধ্যম চলছে। করোনায় প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সবখানেই ছুটতে হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হতে হয়েছে। মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে হয়েছে অনেককে। করোনাকালে আমরা আমাদের অনেক অভিভাবক, স্বজন ও পরামর্শক হারিয়েছি। যে প্রিয় মানুষগুলো চ্যানেল আই এর একান্ত শক্তি হয়ে বরাবর সঙ্গে ছিলেন, তাদের অনেকেই নেই কিন্তু তাদের শক্তি আমাদের সঙ্গে আছে।

গণমাধ্যমের ধর্ম যা, তাকে তো চব্বিশ ঘণ্টা চলতেই হবে। মানুষ তো গণমাধ্যমে চোখ রেখে তথ্য পেতে চায়। আশার কথা শুনতে চায়। পৃথিবীকে দেখতে চায় গণমাধ্যমের জানালা দিয়ে। আমরা আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নিজস্ব শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অবিচল রেখেছি পথচলা। চলমান আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রতিটি অনুষঙ্গের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি গভীরভাবে।

তেইশ বছরে পদার্পনের এই শুভলগ্নে সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

পরিচালক ও বার্তা প্রধান

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

শাইখ সিরাজ